সংবাদ

তারিখ 05 MAR 2014
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী সংকটে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী শূন্য হতে যাচ্ছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে। সেখানকার ১৭ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীকে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী আ. জলিলের করা রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ সম্প্রতি এ নির্দেশ দিয়েছেন। হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর হওয়ার পর বরিশাল শিক্ষা বোর্ড তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী শূন্য হয়ে পড়বে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডের সচিব প্রফেসর মো. মোতালেব হাওলাদার সাংবাদিকদের জানান, ১৭ জন কর্মচারীকে ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি দেয়ার জন্য হাইকোর্টেও আদেশের কপি বোর্ড কর্তৃপক্ষ পেয়েছেন। এ নিয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য খুব শীঘ্রই বোর্ড কর্তৃপক্ষের সভা বসছে। হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে না কিনা তাও সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বোর্ডের ওই সভায়।

শিক্ষাবোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ২০০৯ সালের জুন মাসে কর্মচারী কাজী আ. জলিল বোর্ডের উচ্চমান সহকারী ও সমমান পদ মর্যাদার কর্মচারীদের কেন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি দেয়া হবে না এ মর্মে হাইকোর্টে একটি রিট করেন। ওই রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ২০১২ সালের জুন মাসে তৃতীয় শ্রেণীর ১৭ কর্মচারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পদোন্নতি দেয়ার নির্দেশ দেন। তবে নির্দেশের বিরুদ্ধে অপর এক কর্মচারী পাল্টা রিট করলে তখন হাইকোর্টের নির্দেশ স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু গত ১৯ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট ১৭ কর্মচারীকে ২য় শ্রেণীতে পদোন্নতি দেয়ার আদেশ দেন।

বোর্ড সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৭ কর্মচারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা করা হলে বোর্ডে কর্মচারী সংকট দেখা দিবে। সরকার থেকে পদায়নকৃত বোর্ডে বর্তমানে কর্মরত ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং পদোন্নতি পাওয়া ১৭ জনের দায়িত্ব বণ্টন নিয়েও প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি পদোন্নতি প্রাপ্তদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন নিয়েও সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া হাইকোর্টের আদেশের কপি দেশের অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডগুলোতে পৌঁছে যাওয়ায় সেখানকার কর্মচারীরাও রিট করে পদোন্নতি পাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে সূত্র জানিয়েছে। এমনটা হলে দেশের সবগুলো শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী সংকট হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।